দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 23 DEC 2002
পৃষ্ঠা ~ ৭ কলাম ~ ৩

উদ্যোগ, ষড় নের জন্য

শহীদ জিয়ার জন

রকীবুল হক রকীব

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ইতিহাস ঃ বাংলাদেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পিছনে রয়েছে শত শত বছরের এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। হালাকুখানের বাগদাদ ধ্বংস, কর্ডোভার পতন ও সর্বশেষ ওসমানিয়া খেলাফতের পতনের পর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় মুসলমানদের পদচারণা শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মুসলিম বিজ্ঞানী, আইনবিদ, চিকিৎসক, প্রকৌশলী ও সমাজ সংস্কারক তৈরী ধারা। তখন থেকে শত শত বছরের চিন্তা-চেতনা, আত্মোপলব্ধি, আন্দোলন, সংগ্রাম, কমিটি গঠন ও সুপারিশের মাধ্যমে রচিত সুদীর্ঘ প্রেক্ষাপটের ঐতিহাসিক ধারার সফল রূপকার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। তিনি দেশে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করে ১৯৭৬ সালের ১ ডিসেম্বর দেশে সরকারীভাবে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক ঘোষণা দেন। ঘোষণার পর ১৯৭৭ সালের ৩১ মার্চ থেকে ৯ দিনব্যাপী সউদী আরবের মক্কা নগরীতে অনুষ্ঠিত ওআইসির আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষা সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শহীদ জিয়ার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশ নিয়ে বিশ্বে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ১টি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত প্রস্তাবের আলোকে পাকিস্তান ও মালয়েশিয়ার সাথে বাংলাদেশে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৭৯ সালের ২২ নভেম্বর শহীদ জিয়াউর রহমান শান্তিডাঙ্গা দুলালপুরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। তার আমলেই ১৯৮০ সালের ২৭ ডিসেম্বর সংসদে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হয়। কিন্তু পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট এরশাদ এক অর্ডিন্যান্সে ইবি অ্যাক্ট সংশোধন করে ১৯৮৩ সালের ২১ জুলাই ইবি কুষ্টিয়া থেকে গাজীপুরে স্থানান্তর করেন। ১৯৯০ সালের ২ জানুয়ারী পুনরায় তা কুষ্টিয়ায় স্থানান্তর করেন। ওই সময় কুষ্টিয়ায় বিভিন্ন ভাড়া করা ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলার পর ১৯৯২ সালের ১ নভেম্বর থেকে মূল ক্যাম্পাসে সকল কার্যক্রম শুরু হয়।

১৯৮০ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্ট অনুযায়ী গৃহীত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য হল কলা ও সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সাথে ইসলামী শিক্ষার অন্যান্য শাখা এবং তুলনামূলক আইন, বিজ্ঞান এবং এরূপ অন্যান্য বিদ্যা শাখাসমূহে শিক্ষাচর্চার ব্যবস্থা করা, যেরূপ বিশ্ববিদ্যালয় উপযুক্ত বিবেচনা করেন। এক

কথায়
বর্তমানে
মধ্যে স
মানুষ হি
লক্ষ্য, উ
প্রতিষ্ঠা ঃ বিকৃত ও বিধ্বস্ত 'সাংবাদিকতা'
বিশ্ববিদ্যা নির্মিত হচ্ছে এবং তাতে বাংলাদেশের বৃহত্তর
ভেবে
ক্ষমতা (এঁরা চ্যানেল ফোর টেলিভিশনের নিজস্ব অভিজ্ঞ
শহীদ চ্যানেল ফোরের কাছে অনুষ্ঠান বিক্রি করে, এমন
লক্ষেস কর্মীর বাংলাদেশ সফরকে কেন্দ্র করে
প্রফেবর্তমান বাংলাদেশের সাংবাদিকতার কিছু কিছু
তিনি
শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ দ্বিমত নেই। জাইবা মালিক ও লিও
দেশে সংখ্যালঘুদের মানবাধিকারের অবমাননা এবং
ম্বন্ধে একটা অনুষ্ঠান তৈরী করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু
র্মকাণ্ড কতগুলো মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো।
ছেন, মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। সাংবাদিকতার
প্রকৃতি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত করার অধিকার তাদের
এই পূর্ব ধারণা নিয়ে গিয়েছিলেন যে, বাংলাদেশে
হচ্ছে এবং সেখানে তালেবান ও আল-কায়েদারা
অনুসরণ করে একটা চলচ্চিত্র তৈরী করতে

কতার রীতিসম্মত নয়

স্বীকৃত রীতি অনুযায়ী তাদের উচিত ছিলো যারা
গলে মনে করেন তাদের বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী
নিত মানবাধিকার সংস্থা কিংবা কর্মীর মন্তব্য ইত্যাদি

মার পাল। তিনি দাবী
ধিকার ফোরামের সাধারণ
টি কার্যত মিঃ পালের পকেট-
া যায় যখন মিঃ পাল এডিনবরায়
নামের ব্যানার বহন করে সম্পূর্ণ
হচ্ছে বলে প্রতিবাদ জানাতে
াবী করছেন যে তাঁর সংস্থা জুলাই
শ মানবাধিকারের লঙ্ঘন বিষয়ে
ফোর যখন একটি অনুষ্ঠান করার
-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ' মিজ্ঞ
র সংখ্যালঘুদের দুরবস্থা সম্বন্ধে
দ্বেষ সৃষ্টিরও যে সুকৌশল চেষ্টা
হ। তিনি লিখেছেন, 'এমনকি
দিয়েছিলাম,..কেননা
প্রমাণ আছে।'

অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে প্র
সুনীল কুমার পাল দাবী করছেন
হয়ে বাংলাদেশে মানবাধিকারের
চ্যানেল ফোর যখন একটি অনু
'হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষ
করে সংখ্যালঘুদের দুরবস্থা সম্ব
বিদ্বেষ সৃষ্টিরও যে সুকৌশল চে
তিনি লিখেছেন, 'এমনকি আমর
বিদেশী মহিলাদের ধর্ষণ করা হ

উদ্ধা

পরিচিত মহলগুলো থেকে যতো
সংস্থাটির সত্যিকারের পরিচালক
দুক্তর- শুধুমাত্র পূর্ব পুরুষদের সু
অঞ্চলগুলোতে আগ্রাসীভাবে খৃষ্ট
দেশের গোয়েন্দা সংস্থার চররা
ঘটিয়ে দেন।
এটা এখন পরিষ্কার যে কতগুলো
আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশকে
মিডিয়াকে তাদের অভিযোগের
করে। মিডিয়ার প্রতিনিধিদের
হবে এবং বিশেষ কোন কোন বা
পূর্বনির্ধারিত ব্যক্তিদের সঙ্গেও
খবরের এখন তীব্র প্রতিযোগিতা
কোন কোন সাংবাদিক বিবেকের
এই আদর্শবিচ্যুত সাংবাদিকরা বি
এবং তাদের একশ্রেণীর সাংবাদি
পরিস্থিতির সঙ্গে যায়, কোন মিল
কিছু চাঞ্চল্যকর খবরাদি তারা প্র
অতিরঞ্জিত ছিলো বলে এখন জান
এই পত্রিকাগুলোর সততা এবং
কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। ঢাকার দু
নিয়মিতভাবে লেখার জন্য আমা
জুড়ে দেয়া হয়েছিলো যে, আমি
কিছু না লিখি। আমি বিশ্বাস করি,
যে কারো সমালোচনা করার সাহস
পত্রিকা দু'টির জন্য লেখা আমার

বাংলাদেশে কোন কোন পত্রিকার
বলা হয়ে থাকে যে, একটি বিশেষ
করার উদ্দেশে এই পত্রিকাগুলো প্র
আজ্ঞাবহের ভূমিকা পালন করে।
অভিযোগ শোনা যায়।
আরো বলা হয়ে থাকে যে, আলোচ
গভীরভাবে সম্পৃক্ত; সে অর্থে তাদে
সক্রিয়তাবাদী বলাটাই বেশি সঠিক
ক্ষেত্রে সরকারীভাবেই উক্ত দলের
কিংবা প্রতিপক্ষকে বিব্রত করার উ
তাদের কেউ কেউ আবার ব্যবসায়,
ব্যবসার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট বলে অভি
করেন। তাদের এই বিভিন্ন স্বার্থের
ক্ষুণ্ন হবার এবং সাংবাদিক নির্যাতনে
সম্মানিত সংগঠনগুলোর কাছে পাঠি
বাংলাদেশের কোন কোন মিডিয়া এ
বলে বিদেশে বাংলাদেশের সম্বন্ধে
বাংলাদেশের বহুমুখী সমস্যার কথা
তৎপরতার কারণে সে তালিকায় ন
এবং তাদের কোন কোন সাংবাদিকে
বলতেই হবে যে, এঁরা ইচ্ছাকৃত কি
আছেন। অন্য একশ্রেণীর সাংবাদি
এতোই ব্যাপক যে, সেসব অ
কোন সংবাদকর্মীর (সে
আত্ম-বিক্রির-অভিযোগও
বলে দিতে হবে না।